



Fans of Durga Puja

আজ চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সারা দেশে পালিত হচ্ছে হনুমান জয়ন্তী। বিশ্বাস করা হয় যে হনুমান জয়ন্তীতে হনুমানের পূজা করলে সঙ্কটমোচন হনুমানের অনুগ্রহে ভক্তদের সমস্ত সমস্যা দূর হয়।

হনুমান জয়ন্তী পূজা বিধি

উপকরণ -

হনুমানজীর বিগ্রহ বা চিত্রপট (ছবি)। সিংহাসন। সিংহাসনে পাতার লাল কাপড়। ফুল, বেলপাতা, আম্রপল্লব, ধান দুর্বা, হরিতকি, পঞ্চশষ্য, তিল, আতপ চাল, পান সুপারি, দুধ, দই, ঘি, মধু, কর্পূর, গঙ্গাজল, ধূপকাঠি, লালসূতা, সলতে, চন্দন বাটা, মেটে সিঁদুর, রুমাল, গামছা, ডাব, কলা, ফলমূল, মিষ্টি, ছোলা গুড়, নৈবেদ্য, পরমান্ন, চামর, ময়ূরপাখা, ফুলের মালা। বিগ্রহের বস্ত্র ও অলংকার, কেশ, হনুমানজীর গদা। ঘট, পুষ্পপাত্র, ভোগের থাল, গ্লাস, বাটি, পঞ্চপ্রদীপ, কর্পূরদানি, কোশাকুশী, আচমনীয় পাত্র, ঘন্টা, জলশঙ্খ ও শঙ্খদানি, অভিষেক পাত্র, পুজার সামগ্রী রাখার রেকাবি। এবং পূজকের আসন।

পূজা প্রস্তুতি -

পুজার জায়গা ভাল করে জল দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। তারপর সেখানে সিংহাসন স্থাপন করে তার উপরে সুন্দর লাল কাপড় পেতে গঙ্গাজল দিয়ে পরিশুদ্ধ করতে হবে। সিংহাসনে পাঁচটি সিঁদুরের ফোঁটা দিতে হবে। তারপর সিংহাসন ফুল দিয়ে সাজাতে হবে। তার উপর হনুমানজীর বিগ্রহ বা চিত্রপট স্থাপন করতে হবে। অভিষেকের, শৃঙ্গারের, পুজার, পুজার, ভোগের ও আরতির সব সামগ্রী প্রস্তুত করে সামনে রাখতে হবে।

পূজা পদ্ধতি -

আসনে বসে প্রথমে কোশাকুশী তে জলশুদ্ধি, আচমন, শুচিমন্ত্র পাঠ, বিষ্ণুস্মরণ, মঙ্গলাচরণ, ও তিলক ধারণ করতে হবে।

জলশুদ্ধি মন্ত্রঃ ॐ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী
নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলহস্মিন সন্নিধিং কুরু।

আচমন মন্ত্রঃ ॐ কেশবায় নমঃ, ॐ নারায়ণায় নমঃ, ॐ

আচমন মন্ত্রঃ ॐ কেশবায় নমঃ, ॐ নারায়ণায় নমঃ, ॐ
মাধবায় নমঃ।

শুচি মন্ত্রঃ ॐ অপবিত্র পবিত্রবা সর্বাবস্থাং গতোপিবা যৎ
স্মরেৎ পুন্ডরীকাক্ষং স বাহ্যং অভ্যন্তরং শুচি। নমঃ শুচি,
নমঃ শুচি, নমঃ শুচি।

বিষ্ণুস্মরণ মন্ত্রঃ ॐ তদবিষ্ণু পরমং পদং সদা পশ্যান্তি সুরয়
দিদীৰ চক্ষিরা ততম্।

মঙ্গলাচরণ মন্ত্রঃ ॐ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈশ্চৈব নরোত্তমম
দেবীং সরস্বতীং চৈব ততো জয় মুদীরয়েৎ।

তারপর ঘন্টা বাজিয়ে পুষ্পশুদ্ধি, বেদীশুদ্ধি ও আসনশুদ্ধি
করতে হবে।

পুষ্পশুদ্ধি মন্ত্রঃ ফুলে গঙ্গাজল ছিটিয়ে।

ॐ পুষ্পকেতু রাজাহর্তে শতায়সম্যক সম্বন্ধায় হং। ফুলে হাত
দিয়েঃ ॐ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে
পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হং ফট্ স্বহা।

(সিংহাসনে) বেদীশুদ্ধি মন্ত্রঃ ॐ বেদ্যা বেদী

সমাপ্যতে বহির্ষা বহির্নিদ্রয়ম যুপেন যুপ আপ্যায়তাং
প্রণীতোহ রগ্নিনা।

আসনশুদ্ধি মন্ত্রঃ আসনে জল ছিটিয়েঃ

ॐ আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ।

আসনে ফুল দিয়েঃ ॐ আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং
ছন্দকুর্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। হাতজোড়
করে বলতে হবেঃ ॐ পৃথ্বীত্বয়া ধৃতালোকা দেবত্বং বিষ্ণুনা
ধৃতাতঞ্চ ধারয়মাং নিত্যং পবিত্র কুরুচাসনম।

তারপর সঙ্কল্প করতে হবে। কুশীর মধ্যে গঙ্গাজল, চন্দন,
ফুল, বেলপাতা, আতপচাল, তিল, দুর্বা নিয়ে বাম হাতে নিয়ে
ডান হাত দিয়ে আচ্ছাদন করে সঙ্কল্প মন্ত্র পাঠ করবে।

ॐ বিষ্ণুরোম তৎসদ্য চৈত্র/বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষে
পৌর্ণমাস্যাতিথৌ অমুক গোত্র অমুক নাম শ্রীবিষ্ণু
প্রীতিকামো গণপত্যাди নানাদেবতা পূজা পূর্বক শ্রীশ্রী হনুমান
জয়ন্তী পূজামহং করিষ্যে।

তারপর কোশা উল্টো করে বিসর্জনীয় পাত্রে ফেলে হাত
দিয়ে ঢেকে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করবে।

সঙ্কল্পসূক্তঃ ॐ দেবো বো দ্রবিণোদা পূর্ণাং বিবষ্ট্যাসিচম্ উদ্বা
সিঞ্চধ মধুবা পূর্ণধবমাদ্বিদো দেব ওহতে।

তারপর ঘন্টা বাজিয়ে পর্যায়ক্রমে সিংহাসনের ঠিক সামনে

তারপর ঘন্টা বাজিয়ে পর্যায়ক্রমে সিংহাসনের ঠিক সামনে
মেঝেতে সিঁদুর দিয়ে পঞ্চফোঁটা ঐকে, তার ওপর ধান দিয়ে,
তার ওপর ঘট বসিয়ে ঘটে স্বস্তিক চিহ্ন ঐকে ও লালসুতা
বেধে, তার মধ্যে জল দিয়ে, তার ওপর সিঁদুরের ফোঁটা
দেওয়া আম্রপল্লব বসিয়ে, তার ওপরে ডাব বা কলা বসিয়ে,
তার ওপরে গামছা দিয়ে, তার ওপরে দুর্বা ও ফুল দিয়ে
ঘটস্থাপন করতে হবে।

তারপর ঘন্টা বাজিয়ে প্রণাম মন্ত্র বলে ফুল দিয়ে গুরুদেব,
ব্রহ্মাদেব, মহাদেব, সূর্য্যদেব, শ্রীগণেশ ও ভগবতীদেবীর পূজা
করতে হবে।

গুরুদেব প্রণামঃ ॐ অখন্ড মন্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।

ব্রহ্মাদেব প্রণামঃ ॐ চতুর্ভদ্রং পদম্ চতুর্ভেদ কুটুম্বিনে
দ্বিজানুষ্ঠেয় সংকর্ম সর্বার্থসাক্ষিনে ব্রহ্মণে নমঃ।

নারায়ণ প্রণামঃ ॐ ত্রৈলোক্য পুজিত শ্রীমত সদা বিজয় বর্ধন
শান্তিং কুরু গদাপাণে।

মহাদেব প্রণামঃ ॐ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বংগতি পরমেশ্বর।

সূর্য্যদেব প্রণাম মন্ত্রঃ ॐ জবাকুসুম সঙ্কাসং কাশ্যপেয়ং
মহাদ্যুতিম্ ধাত্তারিং সর্বপাপহনম প্রণোতহস্মি দিবাকরম্।

শ্রীগণেশ প্রণাম মন্ত্রঃ ॐ একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরং
গজাননম্ বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রনমাম্যহম্।

ভগবতী প্রণাম মন্ত্রঃ ॐ সর্বমঙ্গল্য মঙ্গল্যে শিবৈ
সর্বার্থসাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোস্তুতে।

তারপর উপাস্ত পূজা করতে হবে -

এতে গন্ধপুষ্পে ॐ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে ॐ ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে ॐ মৎস্যাদি দশাবতারেভ্যো নমঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে ॐ শিবাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে ॐ ব্রহ্মাদি সর্বদেবতাভ্যো নমঃ

এতে গন্ধপুষ্পে ॐ দুর্গাদি সর্বদেবীভ্যো নমঃ।

তারপর হনুমানজীর বা ছবি সিংহাসন থেকে স্নানবেদীতে
নামিয়ে আনতে হবে তারপর ঘন্টা বাজিয়ে চন্দন, দুধ, দই,
ঘি, মধু, চিনির জল, ফলের রস, ফুল দেওয়া সুগন্ধি জল ও
সবশেষে গঙ্গাজলের দ্বারা হনুমানজীর অভিষেক করাতে

আজ চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সারা দেশে পালিত হচ্ছে হনুমান জয়ন্তী। বিশ্বাস করা হয় যে হনুমান জয়ন্তীতে হনুমানের পূজা করলে সঙ্কটমোচন হনুমানের অনুগ্রহে ভক্তদের সমস্ত সমস্যা দূর হয়।

হনুমান জয়ন্তী পূজা বিধি

উপকরণ -

হনুমানজীর বিগ্রহ বা চিত্রপট (ছবি)। সিংহাসন। সিংহাসনে পাতার লাল কাপড়। ফুল, বেলপাতা, আম্রপল্লব, ধান দুর্বা, হরিতকি, পঞ্চশষ্য, তিল, আতপ চাল, পান সুপারি, দুধ, দই, ঘি, মধু, কর্পূর, গঙ্গাজল, ধুপকাঠি, লালসুতা, সলতে, চন্দন বাটা, মেটে সিঁদুর, রুমাল, গামছা, ডাব, কলা, ফলমূল, মিষ্টি, ছোলা গুড়, নৈবেদ্য, পরমান্ন, চামর, ময়ূরপাখা, ফুলের মালা। বিগ্রহের বস্ত্র ও অলংকার, কেশ, হনুমানজীর গদা। ঘট, পুষ্পপাত্র, ভোগের থাল, গ্লাস, বাটি, পঞ্চপ্রদীপ, কর্পূরদানি, কোশাকুশী, আচমনীয় পাত্র, ঘন্টা, জলশঙ্খ ও শঙ্খদানি, অভিষেক পাত্র, পুজার সামগ্রী রাখার রেকাবি। এবং পূজকের আসন।

পূজা প্রস্তুতি -

পুজার জায়গা ভাল করে জল দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। তারপর সেখানে সিংহাসন স্থাপন করে তার উপরে সুন্দর লাল কাপড় পেতে গঙ্গাজল দিয়ে পরিশুদ্ধ করতে হবে। সিংহাসনে পাঁচটি সিঁদুরের ফোঁটা দিতে হবে। তারপর সিংহাসন ফুল দিয়ে সাজাতে হবে। তার উপর হনুমানজীর বিগ্রহ বা চিত্রপট স্থাপন করতে হবে। অভিষেকের, শৃঙ্গারের, পুজার, পুজার, ভোগের ও আরতির সব সামগ্রী প্রস্তুত করে সামনে রাখতে হবে।

পূজা পদ্ধতি -

আসনে বসে প্রথমে কোশাকুশী তে জলশুদ্ধি, আচমন, শুচিমন্ত্র পাঠ, বিষ্ণুস্মরণ, মঙ্গলাচরণ, ও তিলক ধারণ করতে হবে।

জলশুদ্ধি মন্ত্রঃ ॐ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলহস্মিন সন্নিধিং কুরু।

আচমন মন্ত্রঃ ॐ কেশবায় নমঃ, ॐ নারায়ণায় নমঃ, ॐ মাধবায় নমঃ।

শুচি মন্ত্রঃ ॐ অপবিত্র পবিত্রবা সর্বাবস্থাং গতোপিবা যৎ স্মরেৎ পুন্ডরীকাক্ষং স বাহ্যং অভ্যন্তরং শুচি। নমঃ শুচি, নমঃ শুচি, নমঃ শুচি।

বিষ্ণুস্মরণ মন্ত্রঃ ॐ তদবিষ্ণু পরমং পদং সদা পশ্যান্তি সুরয় দিদীব চক্ষিরাততম্।

মঙ্গলাচরণ মন্ত্রঃ ॐ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈষ্ণৈব নরোত্তমম দেবীং সরস্বতীং চৈব ততো জয় মুদীরয়েৎ।

তারপর ঘন্টা বাজিয়ে পুষ্পশুদ্ধি, বেদীশুদ্ধি ও আসনশুদ্ধি করতে হবে।

পুষ্পশুদ্ধি মন্ত্রঃ ফুলে গঙ্গাজল ছিটিয়ে।

ॐ পুষ্পকেতু রাজাহর্তে শতায়সম্যক সম্বন্ধায় হং। ফুলে হাত দিয়েঃ ॐ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হং ফট্ স্বহা।

(সিংহাসনে) বেদীশুদ্ধি মন্ত্রঃ ॐ বেদ্যা বেদী

সমাপ্যতে বহির্ষা বহিঁরিন্দ্রয়ম যুপেন যুপ আপ্যায়তাং প্রণীতোহ রগ্নিনা।

আসনশুদ্ধি মন্ত্রঃ আসনে জল ছিটিয়েঃ

ॐ আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ।

আসনে ফুল দিয়েঃ ॐ আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দকুর্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। হাতজোড় করে বলতে হবেঃ ॐ পৃথ্বীত্বয়া ধৃতালোকা দেবত্বং বিষ্ণুনা

করে বলতে হবেঃ ॐ পৃথ্বীত্বয়া ধৃতালোকা দেবত্বং বিষ্ণুনা
ধৃতাতঞ্চ ধারয়মাং নিত্যং পবিত্র কুরুচাসনম।

তারপর সঙ্কল্প করতে হবে। কুশীর মধ্যে গঙ্গাজল, চন্দন,
ফুল, বেলপাতা, আতপচাল, তিল, দুর্বা নিয়ে বাম হাতে
নিয়ে ডান হাত দিয়ে আচ্ছাদন করে সঙ্কল্প মন্ত্র পাঠ করবে।

ॐ বিষ্ণুরোম তৎসদ্য চৈত্র/বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষে
পৌর্ণমাস্যান্তিথৌ অমুক গোত্র অমুক নাম শ্রীবিষ্ণু
প্রীতিকামো গণপত্যাди नानादेवता पूजा पूर्वक श्रीश्री
हनुमान जयन्ती पूजामहं करिष्ये।

তারপর কোশা উল্টো করে বিসর্জনীয় পাত্রে ফেলে হাত
দিয়ে ঢেকে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করবে।

সঙ্কল্পসূক্তঃ ॐ দেবো বো দ্রবিণোদা পূর্ণাং বিবষ্ট্যসিচম্ উদ্বা
সিঞ্চধ মধুবা পূর্ণধবমাদ্বিদো দেব ওহতে।

তারপর ঘন্টা বাজিয়ে পর্যায়ক্রমে সিংহাসনের ঠিক সামনে
মেঝেতে সিঁদুর দিয়ে পঞ্চফোঁটা ঐকে, তার ওপর ধান দিয়ে,
তার ওপর ঘট বসিয়ে ঘটে স্বস্তিক চিহ্ন ঐকে ও লালসুতা
বেধে, তার মধ্যে জল দিয়ে, তার ওপর সিঁদুরের ফোঁটা
দেওয়া আম্রপল্লব বসিয়ে, তার ওপরে ডাব বা কলা বসিয়ে,
তার ওপরে গামছা দিয়ে, তার ওপরে দুর্বা ও ফুল দিয়ে
ঘটস্থাপন করতে হবে।

তারপর ঘন্টা বাজিয়ে প্রণাম মন্ত্র বলে ফুল দিয়ে গুরুদেব,
ব্রহ্মাদেব, মহাদেব, সূর্য্যদেব, শ্রীগণেশ ও ভগবতীদেবীর
পূজা করতে হবে।

গুরুদেব প্রণামঃ ॐ অখন্ড মন্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন
চরাচরম তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।

ব্রহ্মাদেব প্রণামঃ ॐ চতুর্ভদং পদমস্তু চতুর্বেদ কুটুম্বিনে
দ্বিজানুষ্ঠেয় সৎকর্ম সর্বার্থসাক্ষিনে ব্রহ্মণে নমঃ।

নারায়ণ প্রণামঃ ॐ ত্রৈলোক্য পূজিত শ্রীমদ সদা বিজয়

বর্ধন শান্তিং কুরু গদাপাণে।

মহাদেব প্রণামঃ ॐ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বংগতি পরমেশ্বর।

সূর্য্যদেব প্রণাম মন্ত্রঃ ॐ জবাকুসুম সঙ্কাসং কাশ্যপেয়ং
মহাদ্যুতিম্ ধান্তারিং সর্বপাপঘ্নম প্রণোতহস্মি দিবাকরম্।

শ্রীগণেশ প্রণাম মন্ত্রঃ ॐ একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরং
গজাননম্ বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রনমাম্যহম।

ভগবতী প্রনাম মন্ত্রঃ ॐ সর্বমঙ্গল্য মঙ্গল্যে শিবে
সর্বার্থসাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোস্তুতে।

তারপর উপাস্ত পূজা করতে হবে -

এতে গন্ধপুষ্পে ॐ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে ॐ ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে ॐ মৎস্যাদি দশাবতারেভ্যো নমঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে ॐ শিবাди পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে ॐ ব্রহ্মাদি সর্বদেবতাভ্যো নমঃ

এতে গন্ধপুষ্পে ॐ দুর্গাদি সর্বদেবীভ্যো নমঃ।

তারপর হনুমানজীর বা ছবি সিংহাসন থেকে স্নানবেদীতে
নামিয়ে আনতে হবে তারপর ঘন্টা বাজিয়ে চন্দন, দুধ, দই,
ঘি, মধু, চিনির জল, ফলের রস, ফুল দেওয়া সুগন্ধি জল ও
সবশেষে গঙ্গাজলের দ্বারা হনুমানজীর অভিষেক করাতে
হবে। ছবি যদি জলনিরোধক (ওয়াটারপ্রুফ) না হয় তবে শুধু
গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলেই হবে। পুজারী ছাড়াও বাকী
ভক্তরাও (যারা উপোস আছে) অভিষেক করাবে। অভিষেক
করানোর পর স্নানের জলটুকু চরণামৃত হিসেবে স্নানবেদী
থেকে চরণামৃতের পাত্রে রেখে দেবে তারপর শুকনো
পরিষ্কার কাপড় দিয়ে বিগ্রহ বা ছবি মুছিয়ে দিতে হবে।

তারপর হনুমানজীকে কে পুনরায় সিংহাসনে বসিয়ে সুন্দর

বস্ত্র, কেশ, অলংকার (মুকুট, মালা ইত্যাদি) পরিয়ে দিতে হবে। হনুমানজীর হাতে গদা দিতে হবে।

হনুমানজীর কপালে, চরণে হাতে মেটে সিঁদুরের টীকা পরিয়ে দিতে হবে। গলায় ফুলের মালা পরাতে হবে।

তারপর হনুমানজীর পুজার আগে রামসীতার পূজা করতে হবে। শ্রীরাম সীতামাকে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ দীপ নিবেদন করতে হবে। তারপর রামসীতার প্রণাম মন্ত্র বলে ঘটে ফুল দিবে।

শ্রীরামের প্রণাম মন্ত্রঃ

ওঁ রামায় রামচন্দ্রদয় রামভদ্রায় মেধসে রঘুনাথায় নাথায়
সীতায় পতয়ে নম।

সীতা প্রণাম মন্ত্রঃ

ওঁ বন্দে রাম হৃদন্তোজ প্রকাশং জনকাত্মজাম্ সত্রিবগ
পরানন্দদায়িনীং ব্রহ্মরূপিণীং।

তারপর হনুমানজীকে ধ্যান মন্ত্র দ্বারা অর্চনা করতে হবে।

হনুমানজীর ধ্যান মন্ত্রঃ

ওঁ মহাশৈলং সমুৎপাট্য ধাবন্তং রাবণং প্রতি।

তিষ্ঠ তিষ্ঠ রণে দুষ্ট ঘোররাবং সমুৎসৃজন্।

লাক্ষারসারুণং রৌদ্রং কালান্তকযমোপমম্॥

জলদগ্নিলস্নেত্রং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্ ॥

অঙ্গদাদৈর্যমহাবীরৈর্বেষ্টিতং রুদ্ররূপিণম্॥

হনুমানজীর চরণে ফুল, বেলপাতা দিয়ে মন্ত্র বলে তিন বার পুষ্পাঞ্জলি দিতে হবে।

হনুমানজীর পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্রঃ

১। ওঁ অতুলিতবলধামং হেমশৈলাভদেহং

দনুজবনকৃশানুং জ্ঞানিনামগ্রগণ্যম্।

সকলগুণনিধানং বানরাণামধীশং

রঘুপতিপ্রিয়ভক্তং বাতজাতং নমামি।

এষঃ সহচন্দন বিল্বপত্রং গন্ধপুষ্পাঞ্জলি ॐ শ্রী হনুমতে নমঃ।

২। ॐ গোষ্পদীকৃতবারীশং মশকীকৃতরাক্ষসম্।

রামায়ণমহামালারত্নং বন্দেহনিত্যজম্।

অঞ্জনানন্দনং বীরং জানকীশোকনাশনম্।

কপীশমক্ষহস্তারং বন্দে লক্ষাভয়ঙ্করম্।

এষঃ সহচন্দন বিল্বপত্রং গন্ধপুষ্পাঞ্জলি ॐ শ্রী হনুমতে নমঃ।

৩। উল্লঙ্ঘ্য সিন্ধোঃ সলিলং সলীলং যঃ শোকবহিঃ

জনকাত্মজায়া আদায় তেনৈব দদাহ লক্ষাং নমামি ত্বং

প্রাঞ্জলিরাঞ্জেয়ম্। এষঃ সহচন্দন বিল্বপত্রং গন্ধপুষ্পাঞ্জলি

ॐ শ্রী হনুমতে নমঃ।

তারপর হনুমানজীর প্রণাম মন্ত্র বলে প্রণাম করতে হবে।

হনুমানজীর প্রণাম মন্ত্রঃ

মনোজবং মারুততুল্যবেগং

জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্।

বাতাত্মজং বানরযুথমুখ্যং

শ্রীরামদূতং শরণং প্রপদ্যে।

তারপর হনুমানজীর স্তব মন্ত্র বলে ফুল দিতে হবে।

হনুমানজীর স্তব মন্ত্রঃ

নমঃ আঞ্জেয়ম্ নমঃ দিব্যকায়ং

নমঃ বায়ুপুত্রং নমঃ সূর্য্যমিত্রং

নমঃ নিখিলরক্ষাকরং রুদ্ররূপং নমঃ মারুতিং রামদূতং

নমামি

নমঃ বানরেশ্বরম্ নমঃ দিব্যভাষং

নমঃ বজ্রদেহং নমঃ ব্রহ্মতেজং

নমঃ শত্রুসংহারকারং বজ্রকায়ং

নমঃ মারুতিং রামদূতং নমামি

নমঃ বানরেন্দ্রম্ নমঃ বিশ্বপালং

নমঃ বিশ্বমোদম্ নমঃ দেবাসুরং
নমঃ গগনসঞ্চারিতম পবন তনয়ম্
নমঃ মারুতিং রামদূতং নমামি

তারপর ঘন্টা বাজিয়ে পুজার সামগ্রীতে গঙ্গাজলের ছিটে দিয়ে পরিশুদ্ধ করে তা হনুমানজী কে নিবেদন করতে হবে। প্রতিবার সামগ্রী নিবেদিত হয়ে গেলে তা বিসর্জনীয় পাত্রে ফেলবে। যথাঃ

এতৎ পাদ্যং ॐ হনুমতে নমঃ
ইদং অর্ঘ্যং ॐ হনুমতে নমঃ
ইদং আচমনীয়ং ॐ হনুমতে নমঃ
ইদং মধুপর্কং ॐ হনুমতে নমঃ
ইদং পুনরাচমনীয়ং ॐ হনুমতে নমঃ
এষ গন্ধ ॐ হনুমতে নমঃ
এতৎ পুষ্প ॐ হনুমতে নমঃ
ইদং উপবীতম্ ॐ হনুমতে নমঃ
এতৎ বিল্বপত্রং ॐ হনুমতে নমঃ
এষ ধান্যং ॐ হনুমতে নমঃ
এষ দুর্বা ॐ হনুমতে নমঃ
এতৎ পুষ্পমাল্যং ॐ হনুমতে নমঃ
এষ ধূপ ॐ হনুমতে নমঃ
এষ পঞ্চপ্রদীপ ॐ হনুমতে নমঃ
এষ কর্পূরদীপ ॐ হনুমতে নমঃ

তারপর হনুমানজীকে ভোগ নিবেদন করতে হবে।

ভোগ নিবেদন পদ্ধতিঃ

হনুমানজী শ্রীরামের প্রসাদ ছাড়া কিছু গ্রহণ করেননা। তাই প্রথমে শ্রীরামের ভোগ লাগাতে হবে। তারপর সেই প্রসাদ হনুমানজীকে নিবেদন করতে হবে। প্রথমে মন্দিরের দরজা জানালা বন্ধ করে ঠাকুরের সামনে নৈবেদ্য, যদি পাকা ভোগ

জানালা বন্ধ করে ঠাকুরের সামনে নৈবেদ্য, যদি পাকা ভোগ
দিতে চান তাহলে (খিচুড়ি পায়েস) ফলমূল, মিষ্টি/ লাড্ডু,
পায়েস, দই, জল, পান সুপারি রাখতে হবে। হনুমানজীর
প্রিয় ভোগ ছোলা সেদ্ধ ও তার সাথে গুড় ও এক ছড়া কলা।
সেগুলোকে গঙ্গাজলের ছিটে দিয়ে পরিশুদ্ধ করতে হবে।
তারপর শ্রী রামকে পাদ্য, আচমনীয় নিবেদন করতে হবে।
এতৎ পাদ্যং ॐ শ্রীরামায় নমঃ

ইদং আচমনীয়ং ॐ শ্রীরামায় নমঃ

তারপর একইভাবেই হনুমানজী কে পাদ্য, আচমনীয় দিতে
হবে। হাতমুখ মুছিয়ে দিতে হবে। তারপর ঘন্টা বাজিয়ে
কুশীতে জল নিয়ে যে ভোগ নিবেদন করবে সেই ভোগের
মন্ত্র বলে শ্রীরাম কে ভোগ লাগাতে হবে। মন্ত্র পড়ে জল
বিসর্জবুয় পাত্রে ফেলবেন।

ইদং সোপকরণ নৈবেদ্যং ॐ শ্রীরামায় নমঃ

এতানি ফলমূলানি ॐ শ্রীরামায় নমঃ

ইদং অন্নব্যঞ্জনং ॐ শ্রীরামায় নমঃ

ইদং পরমান্নং ॐ শ্রীরামায় নমঃ

ইদং দধিং ॐ শ্রীরামায়নমঃ

এতৎ পানীয়ম্ ॐ শ্রীরামায় নমঃ

এতৎ তাম্বুলং ॐ শ্রীরামায় নমঃ

তারপর হাতজোড় করে প্রার্থনা করতে হবে -- যেন শ্রীরাম
এই ভোগ গ্রহন করেন। তারপর বাইরে দরজা বন্ধকরে
মাটিতে প্রণাম করতে হবে। ১৫ মিনিট পর ৩ বার হাততালি
দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে আবার দরজা বন্ধ করে
দিতে হবে। তারপর শ্রীরাম কে পুনরাচমনীয় দিয়ে হাতমুখ
মুছিয়ে দিতে হবে। তারপর সেই প্রসাদ হনুমানজীকে
নিবেদন করতে হবে।

ইদং মহাপ্রসাদং ॐ শ্রী হনুমতে নমঃ

তারপর হাতজোড় করে প্রার্থনা করতে হবে -- যেন
হনুমানজী এই মহাপ্রসাদ গ্রহন করেন। তারপর বাইরে

হনুমানজী এই মহাপ্রসাদ গ্রহন করেন। তারপর বাইরে দরজা বন্ধকরে মাটিতে প্রণাম করতে হবে। ১৫ মিনিট পর ৩ বার হাততালি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে আবার দরজা বন্ধ করে দিতে হবে। তারপর হনুমানজীকে পুনরাচমনীয় দিতে হবে। তারপর দরজা জানালা খুলে দিয়ে আরতি করতে হবে।

তারপর পর্যায়ক্রমে ঘন্টা বাজাতে বাজাতে ধূপকাঠি, পঞ্চপ্রদীপ, কর্পূরদীপ, জলশঙ্খ, রুমাল, পুষ্প (থালায় করে), চামর, ময়ূরপাখা দিয়ে হনুমানজীর আরতি করতে হবে।

তারপর বাকি ভক্তরাও (যারা উপোস আছেন) হনুমানজীকে পুষ্পাঞ্জলি দিবেন।

তারপর পুজারী বা কোন ভক্ত বা যে কেউ হনুমান চালীসা পাঠ করলে ভাল হয়।

তারপর হনুমানজীর চরণের প্রসাদী সিঁদুর লালসুতায় মেখে ও চরণের প্রসাদী ফুল বেলপাতা বেধে আশীর্বাদী তাগা বানিয়ে পরবে। হনুমানজীর চরণের প্রসাদী সিঁদুর দিয়ে কপালে টীকা পরবে। আরতির প্রদীপ ও ধূপের তাপ নিবে, প্রসাদী ফুল বুকে মাথায় ছোয়াবে, জলশঙ্খের শান্তির জল সবার মাথায় ছিটাবে। হনুমানজীর অভিষেকের জল চরনামৃত খাবে ও ভোগের প্রসাদ খাবেন।

শ্রীহনুমতে নমঃ।

(সংগৃহীত)





Dasaavataara of Lord Vishnu



ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ੴ ਸਤਿਗੁਰ ॥
ਨਾਨਕ ॥